113

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 14 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

বিজ্ঞান শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন

শিক্ষামন্ত্রী এ. এস. এইচ. কে সাদেক বলেছেন, দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড আরো জোরদার ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হবে। গত বৃহস্পতিবার সচিবালয়স্থ তাঁর অফিস কক্ষে 'বিজ্ঞান মঞ্চ'-এর একটি প্রতিনিধিদলের সাথে এক বৈঠকে শিক্ষা-মন্ত্রী এ কথা বলেন। জনাব সাদেক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জাতীয় প্রয়োজনীয় দিকই তুলে ধরেছেন। বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার এই বিষয় ও মন্ত্রীর আশ্বাস জাতিকে নিঃসন্দেহে আশাবাদী ও আশ্বস্ত করবে। এ–সত্য তো অনস্বীকার্য যে, দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড আরও জোরদার এবং গতিশীল করা অপরিহার্য এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার ঘটানো অত্যাবশ্যক। এ জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণও দরকার। কেননা, বিজ্ঞান শিক্ষার বিস্তার এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান আর দক্ষতার ব্যবহার ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড জোর-দার ও গতিশীল করা এবং উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন কঠিন।

আমাদের এই জনবহুল এবং নানা সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ যে দারিদ্র্য-পীড়িত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ–এর অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষা–দীক্ষা–বিশেষতঃ বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক বিস্তারের অভাব এবং প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান আর দক্ষতার সীমাবদ্ধতা। প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ কাজে লাগানো এবং কৃষি–শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দরকার প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যবহার। আমাদের এই জনবহুল দেশের বিপুল জনশক্তিকে যে জনসম্পদে পরিণত করা যাচ্ছে না, তাদের কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে—শিক্ষার ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব তার বড় কারণ। বস্তুত, জ্ঞান অর্জন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে আমাদের জনগণকে যেমন শিক্ষা ও জ্ঞান–বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন এবং আগ্রহী করে তুলতে হবে, তেমনি বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার ঘটাতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি এবং এই শিক্ষা বিস্তারের স্বার্থে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়াদি অর্থাৎ পদার্থ, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকেই গুরুত্ব সহকারে অত্যাবশ্যকীয় পাঠ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান সরকার শিক্ষা বিস্তারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে বিপুল পরিমাণ ব্যয় বরাদ্দও রাখা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটাই প্রত্যাশিত যে, বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে যেসব পদ-ক্ষেপ ইতিমধ্যেই নেয়া হয়েছে এবং নেয়া হবে তা বাস্তবায়ন ও সর্বতো-ভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে প্রচেষ্টাও চালানো হবে। উন্নয়ন কর্মকান্ড জোরদার করা, উৎপাদনমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন বিশেষজ্ঞশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান আবশ্যক, তেমনি বিজ্ঞান-সচেতনতা, বিজ্ঞান-মনস্কতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানও অপরিহার্য। বস্তুত, অর্থনৈতিক উন্ন-য়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর স্বার্থেই আমাদের জনগণকে বিজ্ঞান–সচেতন ও বিজ্ঞান–মনস্ক করে তুলতে হবে, যথাসম্ভব তাদের দিতে হবে সাধারণ এবং জ্ঞান–বিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা।